মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহার সাহিত্য সংগ্রহ

কালো বিড়াল আর আগন্তুক

নাসরীন জাহান

সংগ্রহ - মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা

সিরত - লিবিয়া

Mobile No: +218 92 7058964

toha_mh@yahoo.com & tohamh@gmail.com

http://tohamh.googlepages.com

http://www.somewhereinblog.net/blog/toha_mhblog

কালো বিড়াল আর আগন্তুক

নাসরীন জাহান

আলোছায়ায় ঘেরা বদ্ধ একটি ঘর। কোনায় কিছু একটা নড়তে দেখা যাচ্ছে। ডিমলাইটের আলো বা রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো নিঃশব্দে হাহাকার করছে। ল্যাম্পপোস্টেরই আলোটা জানালা দিয়ে পড়ছে কোনায়। না, যা নড়ছিল তা স্তব্ধ। হঠাৎ কোণ থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে জেরীনা। নিউইয়র্কের কুইনসের একটি পুরনো বদ্ধ বাসা, একটি বিশাল ছায়াবাড়ির একমাত্র নারী জেরীনা। ভীষণ নিমগ্ন এই অপরূপ সুন্দরীর হাতে একটি ফাউন্টেন পেন, পুরনো ময়লা স্কার্ট-টপস গায়ে।

জেরীনার প্রতিটি প্রহর, নিঃশব্দ দিন কাটে কাগজে-কলমে। না, না আমি লিখতে পারব, ভাবতে ভাবতে ফের হতাশ, আসলে কী লিখবে সে তা জানে না। অদ্ভুত স্বভাব ওর। কারো কোনো লেখা কখনো সে পড়ে না। কখনোই তার কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ নেই। একটা সূক্ষ্ম ঈর্ষা কুটকুট করে তার হৃৎপিণ্ড কাটে। আশ্চর্য! জেরীনা ভেতরে বিষাক্ত হয়ে ওঠে, এরা কীভাবে সবাই এত বিখ্যাত হয়? কী এমন ক্ষমতা আছে সেই লেখকদের কলমে তারা বিশ্বখ্যাত হয়? রাত রাত ইনসোমোনিয়ায় ভোগে জেরীনা। এক অসহ্য বিপন্নতায় একসময় জীবন তার কাছে অর্থহীন মনে হয়। প্রতিদিনই মনে হয় যে এক ঝটকায় সে জীবনটাকে অন্ধকার করে দেয়। কিন্তু মুহূর্তেই খ্যাতি নামের এক অদৃশ্য ঐশ্বর্যের লোভ তাকে ফের নিজের বৃত্তে আটকে ফেলে। তারপর হৃদয়ের রক্ত কলমে ঢেলেও সে যখন দেখে, কলম হাঁটে না দু পা, তখন আবার সে নৈরাশ্যের অতলে তলিয়ে পড়ে।

কাগজের পর কাগজ দোমড়ানো অবস্থায় চারপাশে ছড়িয়ে আছে। রাত তখন প্রায় ১২টা বাজে। বাইরে অঝোরে তুষারপাত হচ্ছে। জেরীনার টেবিলে প্রতিরাতের অসহায় পুনরাবৃত্তি চলছে। ক্রমশ অনুভব করে আজও কলম ভারী পাথরে রূপান্তরিত হচ্ছে। অকস্মাৎ একটা ঘড় ঘড়ে শব্দ শুনতে পায় সে। শব্দটা কেমন চেনা চেনা লাগছে তার। যেন আগে কোথাও শুনেছে। এত রাতে কে এ রকম শব্দ করছে কে জানে। ক্ষণে ক্ষণে আওয়াজটা বাজতে থাকে। হঠাৎ জেরীনার খেয়াল হয়। এ তাদের পুরনো কলিংবেলের শব্দটা না? এই আওয়াজ শেষ কবে শুনেছে ঠিক মনে নেই। বিরক্তি নিয়ে উঠে গিয়ে স্নো-ফলের মাঝে দৌড়ে গেটটা খুলে দেখে জাব্বাজোব্বা কোট-হ্যাট পরা একটি লোক দাঁড়ানো। লোকটার চোখমুখ অবয়ব এমন, সহসা মনে হয় সে এই গ্রহের মানুষ না। লোকটি জেরীনাকে সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, ম্যাম্, রাতটা থাকতে দেবেন প্লিজ? এ রকম শীতে কোথায় যাব বলুন? জেরীনা অসম্ভব বিরক্ত, আপনি কে? কী জানি না...এই ঘরের ফেরেই লোকটি তার সহজাত ব্যক্তিত্ব আর বিপন্নতায় জেরীনাকে পটিয়ে ফেলে। ড্রয়িংরুমে বসে, বেশ খানিকক্ষণ আলাপচারিতার পর লোকটিকে ঘুমাতে একটি কক্ষ দেখিয়ে দেয় সে। লোকটি কোট-হ্যাট খুলে ঝেড়ে নেয়। জেরীনা হলঘরে এসে ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালিয়ে লোকটিকে ডেকে বসতে বলে। সঙ্গে জানিয়ে দেয় যে, তার কাছে পান করার মতো

কিছু নেই। লোকটি ধীরপায়ে হেঁটে হাসিমুখে জেরীনার পাশে এসে বসে পড়ে। এত কথা বললেন, আসলে আপনি কিছুই বলেননি, এভাবে যে হুট করে এক অচেনা জায়গায় এলেন, আপনার বাসায় চিন্তা করবে না? কেন করবে? লোকটির চোখ ধূসর। আসলে...আসলে...লোকটির ফের এক কথা, থ্যাঙ্কস, নইলে বাইরের শীতে মরে যেতাম। জেরীনা হঠাৎ দ্বিধায় পড়ে যায়। ইতস্তত করতে থাকে। এইভাবে যখন অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলো পেরোচ্ছে, ইতস্তত চোখ তুলে লোকটি বলে, ঘর নেই আমার, পূর্বপুরুষদের সম্পত্তি গলিয়ে খাই। এরপর অস্কুট হেসে মাথা নাড়তে থাকে, দিব্যি চলছে, চলবে, তা আপনি কী করেন?

তা জেনে কী হবে আপনার? লোকটি চারপাশে তাকায়, একটা কথা বলি? এত সুন্দর বাড়িটা সম্ভবত আপনার নিজের না, কারণ এ রকম একটা বাড়ি যার নিজের তার পক্ষে তার ঘরটাকে এরকম অনাদরে বিশৃঙ্খল রাখা সম্ভব না।

আপনার কেন এটা মনে হচ্ছে না এটা ভাড়াবাড়ি? তা ছাড়া আমার বাড়ি আমি যা ইচ্ছে তা করব, আপনার কী?

লোকটি হে হে হাসে, তার মানে আমার মতো আপনিও বাবা-দাদার সম্পত্তি ভেজে খাচ্ছেন।

জেরীনা প্রথমে প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করলেও পরক্ষণে লোকটিকে নিয়ে ভাবিত হয়, নিঃসঙ্গ জেরীনার আদ্যোপান্ত জেনে কোনো মতলবে লোকটি আসেনি তো? পুরো ঘটনাকে তার নিজের রচিত গল্প মনে হতে থাকলে সে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে নড়েচড়ে কাশে, আরে আপনার সাহসের প্রশংসা করতে হয়, আমার এখানে এসে আমাকেই অপমান করছেন?

দুঃখিত, লোকটি হাত ওঠায়। আচ্ছা, আমরা একটু সরল হতে পারি না? আপনি কী করেন? জেরীনা নিস্পৃহ বলে, লেখালেখি।

লোকটি হাসতে থাকে, হুম! তার মানে আমার আন্দাজ ঠিকই। মানে, যারা লেখালেখি করে, তাদের ঘর আর তারা একটু বিশৃঙ্খল থাকে বৈকি। যখন জেরীনার চোখ প্রগাঢ় হচ্ছে বিস্ময়ে, লোকটি তার মাত্রা বাড়িয়ে আরেকটু কৌতূহলে এগোতে চাইলে জেরীনা থামিয়ে দেয়, হ্যাঁ আমার গায়ের রঙ দেখে সবাই এই প্রশ্ন করে, বলে, আমি নিজের মতো নিভৃত জীবনযাপন করি। এই বাড়ির নিঃসন্তান দম্পতি বাংলা নামের একটা দেশ থেকে আমার জন্মের পরেই আমাকে এ দেশে নিয়ে আসে। আমার মাম্মি, ডেডি, গড! ওরা পৃথিবীতে নেই।

সেই দেশে আপনার যেতে ইচ্ছে করে না? লোকটির এই প্রশ্নে কোনো সুদূরে তাকায় যেন জেরীনা। প্রথম যখন শুনি, হয়েছিল। এখন ওই দেশে সারাক্ষণ মঙ্গা, বোমা, দারিদ্র্যের আগুন জ্বলে। জানেন,

সন্ত্রাসে ওই দেশ টানা এক নম্বরে, বলতে বলতে নেতিয়ে পড়ে, তাতে আমার কী? আমাকে তো ওরাই রাখেনি। যান ঘুমাতে যান।

পরদিন ভোরবেলায় জেরীনা শোনে নিচে কী যেন ধুমধাম শব্দ। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে দেখে, কিছু আসবাবপত্র ঢোকানো হচ্ছে ঘরে। হতবাক জেরীনার হাড়-মাংস চরম বিরক্তিতে কুঁকড়ে ওঠে, তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে লোকটি তাকে পেয়ে বসেছে। ঠিক সেই সময় লোকটা আমতা আমতা হেসে কৈফিয়ত দেওয়ার মতো ভঙ্গি করে বলে, দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমি যদি আমার জিনিসপত্র না আনতাম তবে আমাকে আপনি ভাবতেন আপনার ওপর আমি চড়ে খাচ্ছি। কাল রাতে অনেক ভেবেছি, এই শহরে থাকাটা আমার ভীষণ দরকার। আর আপনার স্বভাবচরিত্র এমনকি একা থাকাটাও আমার চরিত্রের সঙ্গে মেলে। তবে আর এক বাড়িতে থাকতে অসুবিধা কী? চিন্তা করবেন না, আমি আমার মতো আর আপনি আপনার মতো নিঃশব্দে নিজের ঘরে কাজ করব। আর প্রতিমাসে সময়মতো ভাড়া আমি দিয়ে দেব। জেরীনার পিত্তিজ্বলা কণ্ঠ উত্থিত হওয়ার আগেই ফের সে লোকটির ধূসর চোখের জাদুর মধ্যে পড়ে থেমে গিয়ে চমকে ওঠে, লোকটির পকেট থেকে মিউ শব্দ করে একটি কালো বিড়াল মাথা বাড়িয়েছে, দোহাই ওকে তাড়ান। জেরীনা ওপরে ছুট লাগায়। বিড়াল আমি ভীষণ ভয় পাই। ও গড! এ কী বিপদের মধ্যে আমি পড়লাম!

বিকেলের দিকেই জেরীনা জনের হাঁকডাক শুনতে পায়। নিচে যাওয়ার পর জন বলে, আপনার কাছে কি ভালো কোনো উড ক্লিনার আছে? কাঠের ময়লাগুলো সহজে পরিষ্কার হচ্ছে না। জেরীনা বলে, আপনাকে তো কেউ বলেনি পরিষ্কার করতে, আর আসার পর থেকে যে যাচ্ছেতাই বকে যাচ্ছেন, করে যাচ্ছেন। আপনাকে কাল আশ্রয় দিয়েই ভুল হয়েছে। এরপর শীত ভয়ে বলে, আমার মোটেই বাড়িভাড়া দেওয়ার ইচ্ছা নেই। আপনার বিড়ালটা কই? আমার নাম জন...লোকটি হাত বাড়ায়, ও আপনাকে ডিসটার্ব করবে না। বেচারির আমি ছাড়া কেউ নেই।

না...না আপনি আমার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনটায় ঢিল ছুড়ছেন, প্লিজ আপনি চলে যান। আমি এখন বুঝতে পারছি আপনি এমন কেন। লোকটি মৃদু মাথা নাড়তে থাকে। আপনি কোনো দিন, কোনো উঁচুমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না।

জেরীনার হৃৎপিণ্ডে বল্লমের ঘা দেয় কেউ, আমার লেখা পড়েছেন? কী মনে করেন নিজেকে? জ্যোতিষ?

সারাক্ষণ বিরক্তির ভাঁজ কপালে, এটা আমার একটা হিসাব, যে নিজের পরিবেশ সুন্দর রাখতে পারে না, তার পক্ষে ভালো কিছু সৃষ্টিও সম্ভব না। আমি তো শুধু একটু আপনার চারপাশের পরিবেশটা সুন্দর করতে চাইছিলাম, আপনিই যে আমাকে কাল রাত থেকে বিরক্ত করছেন? টের পাচ্ছেন...দোহাই জন...।

ঠিক আছে, আমি কাল ভোরেই চলে যাব, বলতে বলতে নিঃশব্দে জন এমনভাবে বাড়িঘর ঠিক করতে থাকে যেন সারা জীবনের জন্য এসেছে। মিউ...শুনে জেরীনা কেঁপে উঠলে লোকটি ওঘরে ওঠে, চিন্তা করবেন না এক্ষুনি ওর বাক্‌স্বাধীনতা বন্ধ করছি।

জেরীনা ধীরপায়ে ওপরে তার ঘরে উঠে যায়।

বিষণ্ন ভাবনায় বিলোড়িত হয়, আসলেও কি আমার পরিবেশ ঠিক নেই? এই জন্যই কি আমার লেখকসত্তাও বিশৃঙ্খল? লোকটা কি ঠিক বলছে না ভুল বলছে? আর সেই বা লোকটিকে তেড়ে তাড়াতে পারছে না কেন? নিজের অজান্তে নিজেই কি তবে সে প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল? নিঃশব্দে লেখার টেবিলে গিয়ে বসে। নাহ, যে কলম দিয়ে সপ্তাহভর কিছু লিখতে পারেনি তাতে আসলে কালিই নেই। উঠে সে ছায়াসিঁড়ি টপকে কাল রাত থেকে ঘটতে থাকা ঘটনাকে ফের স্মরণ করার চেষ্টা করে। তার মনে হয় বাস্তবে আদৌ এসব ঘটেনি; লোকটি এবং সে নিজে তার লিখতে থাকা অবদমিত উপন্যাসেরই কোনো চরিত্র, যার মধ্যে একটি বিড়াল এসে প্রবেশ করেছে। মৃদু পায়ে সে লোকটির দরজায় নক করে। দরজা খুলে লোকটি হাসে, যাক আপনি তাহলে আমার কাছে এসেছেন? ভেতরে আসুন। না...ভয়ে ভয়ে চারপাশে তাকায় সে। জন হাসে, চিন্তা করবেন না ও আপনাকে দেখা দেবে না। আচমকা জেরীনা বলে ওঠে, আপনি কি আমার কলমের কালি এনে দেবেন, প্লিজ। জন জেরীনার দিকে তাকিয়ে তার চেহারা দেখে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতেই বলে, স্টেট কেন বলছেন না, প্রথম ধাক্কা সামলে আপনি আসলে ভেতরে এই হঠাৎ ঘটে যাওয়া ঘটনাকে এনজয় করতে শুরু করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছেন। পৃথিবীর কোনো মানুষই দিনের পর দিন নিঃসঙ্গ থাকতে পারে না।

খ.

জেরীনা আবার হাসতে শুরু করেছে। দিন পেরোয় এভাবেই। এক বিকেলে জেরীনা যখন হলরুমে, জন কফি বানিয়ে নিয়ে আসে। এক অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে বলতে থাকে দু মাসও পার হয়নি তুমি এসেছ, অথচ এর মধ্যেই আমার জীবনের অর্ধেকই পাল্টে দিলে। আমার লেখার প্রতি আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছ। এরপর এই যে আমার এলোমেলো ঘর, যার মধ্যে আমি দোমড়ানো কাপড়ের মতো পড়ে থাকতাম, সেই ঘরের নকশাই পাল্টে দিলে, এমনকি আমার পুরনো অভ্যেসও প্রায় বদলে দিচ্ছ। তুমি আসলে কে? তোমার কী স্বার্থ এসব করে? জন হাসতে হাসতে বলে, সাধারণ একটা মানুষ। যেহেতু তুমি স্বাভাবিক না তাই তোমার কাছে এটা স্বার্থজাতীয় কিছু মনে হচ্ছে। আর তোমার জীবনে কোনো পরিবর্তন ছিল না বলেই তো কিছু লিখতে পারছিলে না। আচ্ছা তুমি বইপত্র পড় না কেন? জেরীনা বলে, তুমি জানো, আমি সহ্য করতে পারি না। আমার জেলাসি প্রচণ্ড। জন বলে, দেখ ঈর্ষা সবার মধ্যেই থাকে। তুমি জানো, আমিও কারো সাফল্য সহ্য করতে পারি না। আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি আছে কিন্তু সবই পাই ছাড়া ছাড়া করে। এমন কোনো মানুষ আজ পর্যন্ত পাইনি যার চেয়ে আমি বেশি

সফল। তাই তোমাকে দেখে মনে হলো যে নাহ আমিও কোনো না কোনো দিকে সফল। তুমি-আমি দুজনই নিঃসঙ্গ। কিন্তু এই বাড়িতে এসে ঢোকা থেকে শুরু করে যেভাবে আমি তোমাকে প্রভাবিত করতে পেরেছি, আমার আত্মবিশ্বাস আছে, তোমার মধ্যে সেটা তৈরি করতে পেরেছি। সেখানে তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশি সফল কিন্তু জানো কি, আমি যতটা সরল ততটাই জেদি, যতটা বুদ্ধিমান ততটা নির্বোধ, যতটা পরোপকারী ততটাই আত্মকেন্দ্রিক। আমাকে প্রজাপতি বলতে পারো, আবার হিংস্র বাঘও। তুমি আমার এতদিন শুধু ভালো দিকগুলো দেখেছ। তাই দেখবে। আমি কারো সঙ্গে সহসা দু ধরনের ব্যবহার করি না। কারো সঙ্গে না।

তোমার সেই কালো বিড়ালটা কই? যেন ভূতল থেকে উঠে প্রশ্ন করে জেরীনা।

সে তোমাকে ঈর্ষা করে, তুমি তাকে পছন্দ করো না। সে ছায়ার মতো আমার সঙ্গে আছে। আমার মনে হয়, আমাদের দুজনের মাঝখানে ওর প্রসঙ্গটা না এলেই ভালো। ভালো নয় কি!

যাকগে, তুমি এখন থেকে বইপত্র পড়াশোনা করো, গান শোনো, দেখবে জীবনটা কত সুন্দর। জেরীনা এই অনুশাসনের স্নিগ্ধতা বিন্দু বিন্দু করে নিজের অস্তিত্বে শুষে নেয়। আর আত্মবিশ্বাস? বলে সে, না তা-ও আমি পুরোপুরি অর্জন করিনি। পৃথিবীর বড় শিল্পীদের শিল্পের সাফল্য এখনো আমাকে ঈর্ষাতুর করে। জন হাসে, তুমি শুধু সেই শিল্পীদের শিল্পই দেখলে? শিল্পীর সে শিল্প সৃষ্টিতে যে বেদনা সেটা দেখলে না? বিটোফেনের নাম তো জানো। তার বাবা ছোটবেলায় থাপ্পড় দিয়ে তাকে করেছিল বধির। তারপরও কী অসাধারণ সুরই না সে সৃষ্টি করেছিল। জাপানের নোবেল বিজয়ী লেখক কেনজাবুরো ওয়ের সন্তান ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। বাক্‌শক্তিহীন, তার সেই সন্তান পাখির ডাক শুনে প্রথম কথা বলে ওঠে ছয় বছর বয়সে এবং সেই সন্তানও রচনা করেছিল এমন সুর...। এ ছাড়া...জন নিজের মধ্যে নিমগ্ন, আরো প্রচুর নামকরা সাহিত্যিক তো আত্মহত্যাও করেছেন। এসবের উত্তরে তুমি কী বলবে জেরীনা? জেরীনা ফুঁপিয়ে ওঠে, কেন তুমি শিল্প নিয়ে প্রতিনিয়ত আমার কষ্ট, প্রচেষ্টা দেখেও এ কথা বলছ? জন উত্তরে বলে, দেখ, তুমি যে কষ্ট আর প্রচেষ্টার কথা বলছ, অভিজ্ঞতা ছাড়া তা তুচ্ছ। অভিজ্ঞতা আর জীবনের উপলব্ধি এসব আরো অনেক মূল্যবান। পাতা না দেখে পাতার রঙ বলা কি সম্ভব? তুমি দিনের পর দিন এই আঁধার কারাগারে বসে বই না পড়ে, আকাশের নিচে না দাঁড়িয়ে শিল্পের সঙ্গে কুস্তি করছ। কিন্তু বিটোফেনের মতো স্নায়ু দিয়ে পৃথিবী থেকে তুমি কিছু নিচ্ছ না। কিন্তু তোমার ভেতরে সেই শক্তি আছে। যাকে তুমি নিজের অজান্তেই ধ্বংস করো। দেখ ক্রিসমাসের মাত্র আর তিন দিন বাকি, অথচ তোমার ঘরটা তো দেখ। আজ তুমি আমার সঙ্গে মার্কেটে যাবে। এবার আমরা ক্রিসমাস খুব সুন্দরভাবে সেলিব্রেট করব।

জেরীনা হালকাভাবে একটু হাসে।

গ.

আগামীকাল ক্রিসমাস ডে। জেরীনা বসে আছে লনে। জন বাসার চেহারাই পাল্টে দিয়েছে। এখন কোথায় আছে কে জানে। এক সম্মোহনী আবেগের মধ্যে বসে জন ভাবতে থাকে, কদিনের মধ্যেই তার জীবন কী রকম অদ্ভুতভাবে বদলে গেছে। যে জেরীনা দু কলম লিখতে গিয়েও অনুভব করত হাত-পা অসাড় হয়ে পড়ছে, এরই মধ্যে তার বেশ কটা গল্প পত্রিকায় ছাপানো হয়ে গেছে। জন তাকে অনেক জায়গায় নিয়ে গেছে। জীবনকে শিখিয়েছে। হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছে যা খুবই কম সময়ে। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত কিছু কিছু লোক হয়তো থাকে...না-না এখানে তার কোনো স্বার্থ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। প্রতিনিয়ত জন যেভাবে জেরীনার উত্তরণের সঙ্গে লেগে থাকে, সে নিজের জন্য তার অর্ধেক পরিশ্রম করলেও অনেক উন্নতি করে ফেলত।

ঘ.

আজ জন দুপুর থেকেই ঘরে নেই। রাতে কোত্থেকে যেন ভুঁইফুঁড়ে উদয় হলো, হাতে গিফটের প্যাকেট নিয়ে। জেরীনা অবাক হয়ে শোনে যে জন বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্রিসমাস ডে-র জন্য গেট সাজিয়ে সাজিয়ে কয় ডলার জোগাড় করে তার জন্য গিফট কিনে এনেছে। জেরীনা গিফট খুলে অভিভূত হয়ে পড়ে। ক্রিসমাস ডে উপলক্ষে জন জেরীনার জন্য এনেছে ঝলমলে ড্রেস। জেরীনা কীভাবে ধন্যবাদ জানাবে ভেবে পায় না।

জন ও জেরীনা ক্রিসমাস খুব আনন্দের সঙ্গে সেলিব্রেট করে। জেরীনা এর আগে কখনো এতটা আনন্দিত হয়নি।

ঙ.

মাসের পর মাস জনের সান্নিধ্যে আত্মবিশ্বাসময়ী জেরীনার নাম সাহিত্যপাড়ায় ছড়াতে থাকে। জেরীনা অনুভব করে একদিন হঠাৎ আসা এই আগন্তুকই তিলতিল করে কাদামাটি থেকে তাকে গড়ে তুলেছে, তারপরও জনের কোনো ক্রেডিট নেওয়ার বোধই নেই। অথচ জনই তাকে বুঝিয়েছে, লেখার উদ্দেশ্য। লেখক হওয়ার উদ্দেশ্যে নয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, তুমি সৃষ্টি করতে শেখো।

একদিন জেরীনার কাছে একজন তার সর্ব অস্তিত্ব রোমাঞ্চিত করে, তাকে জানায় যে সে পেতে যাচ্ছে নিউইয়র্কের খুব নামী এবং মর্যাদাসম্পন্ন অ্যাওয়ার্ড। প্রথম আনন্দের ধাক্কায় সে নিথর থাকে বেশ খানিকক্ষণ। পর মুহূর্তে যখন সম্বিত ফিরে পায়, সে দৌড়ে যায় জনের ঘরে। এই খবর বলতে বলতে

সে নিজের মধ্যে উল্টিপাল্টি লাগিয়ে ফেলে। বিস্ময়ে দেখে জনের নির্লিপ্ত মুখ। আরো অনেক পথ বাকি বলতে বলতে জন ক্ষীণভাবে হেসে তাকে অভিনন্দন জানায়। তাতে কী। জেরীনা নিজের মধ্যে মুখর হয়ে আনন্দে মিউজিক ছেড়ে সারা ঘরে নেচে বেড়াতে থাকে। সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারে না যে সত্যিই এটা ঘটতে যাচ্ছে।

ঘনিয়ে আসে অ্যাওয়ার্ড ফাংশনের দিন। জেরীনা প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে দিনটির অপেক্ষা করছে। অনুষ্ঠানের পরদিন ক্রিসমাস ডে। জেরীনা সব ভেবে রেখেছে, অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে কী পরবে, কী বক্তৃতা দেবে, কীভাবে কী করবে, ফেরার পর কীভাবে জন আর সে মিলে সেলিব্রেট করবে, তারপর গত কয়েকবারের চেয়ে আরো সুন্দর করে ক্রিসমাস পার্টি সেলিব্রেট করবে ইত্যাদি ইত্যাদি। সে জনের জন্য খুব সুন্দর একটি গিফট কিনেছে। জেরীনা ঠিক করে বড়দিনের রাতে জনকে এই গিফটটা দেবে এবং তার সঙ্গে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দেবে। এতদিনের মধ্যে জেরীনা জনের প্রতি যে পরিমাণ দুর্বল হয়েছে, স্পষ্টাকারে তা জানাবে।

চ.

জেরীনার অপেক্ষার বর্ধিষ্ণু ভ্রূণ শিশুতে রূপান্তরিত হয়। সে তার কাজের সম্মান সাফল্য পাবে। হ্যাঁ, আজ রাত ঠিক ১২টায় সে জনের ঠোঁটে চুম্বন করবে।

জেরীনা অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নামার পর দেখে জন চুপচাপ তার ঘরে বসে আছে। জেরীনা তাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিতে বললে জন তাকে জানায়, কানাডা থেকে এক লোক তার কাছে জরুরি কাজে আসবেন। যে কারণে হয়তো সে জেরীনার সঙ্গে যেতে পারবে না। জেরীনা ভীষণ দমে গিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে অনুভব করে, জনের কাজটা সত্যিই জরুরি। জেরীনা অনুষ্ঠানে একাই যায়। সেখানে প্রচুর অতিথি যারা সবাই তাকে চেনে। সবাই তাকে অভ্যর্থনার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যায়। এত জাঁকাল অনুষ্ঠানে জেরীনা জনকে ছাড়া কেমন একা বোধ করতে থাকে। তার জীবনে জন আসার পর সে কখনো কোনো বিষাদ বা আনন্দ একা অনুভব করেনি। অনুষ্ঠান শেষে বাড়ি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে।

ছ.

ঘরে ঢুকে হতবাক। সারা বাড়িতে জনের চিঠি ওড়ে... জেরীনা, আমি নিতান্তই একজন দরিদ্র মানুষ। আমার একমাত্র সঙ্গী বিড়ালটিকে পিটিয়েছিল বলে একজনকে খুন করে তোমার বাড়ি পালাতে এসেছিলাম।

তোমার প্রতি চরম দুর্বল হয়ে পড়ার মুহূর্তে আমি পুলিশের কাছে ধরা দিতে যাচ্ছি। জেরীনা তোমার লেখায় জলুস আছে, কিন্তু প্রাণ নেই। মাটি নেই। যতই তুমি এ দেশে বড় হও, তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েছ বাংলাদেশে। তুমি ওখানে যাও। যেটা তোমাকে বলা হয়নি, রুট ছাড়া একজন কখনোই সম্পূর্ণ মানুষ...শিল্পী হতে পারে না। তুমি এতদিন শুধু আমার মানবিক রূপটাই দেখেছ...আজ...।

কম্পিত পায়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে জনের কক্ষে গিয়ে জেরীনা স্তম্ভিত হয়ে দেখে, এতদিন কোন কুহুকের তলায় হারিয়ে থাকা রক্তাক্ত কালো বিড়ালটা মেঝেতে মরে পড়ে আছে।

****

Released For MurchOna by Mojammel Hussain Toha
For More Books & Muzic Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum

মোজাম্মেল হোসেন ত্বোহা কর্তৃক সংগৃহীত

সৌজন্যে - প্রথম আলো

ঈদ সংখ্যা 2004 – (ঈদ-উল-ফিতর)

আরো বাংলা সাহিত্য সংগ্রহ করতে হলে
ভিজিট করুন এই সাইটগুলো :

http://www.somewhereinblog.net/blog/toha_mhblog/category/10559

http://tohamh.googlepages.com/shahitya